বিশ্বনবীর লাশ চুরি ও ইহুদী চক্রান্ত

মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নাদভী

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম

১। বর্তমান বিশ্বের চতুষ্কোণে যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে কলহ, যেখানে রক্তপাত, যেখানে যুদ্ধ, অনুসন্ধান করলে এসবের মূল উৎসরূপে দেখতে পাবেন একমাত্র ইহুদী। এই ইহুদীগণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে ৭০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। এই ইহুদীগণ কোরিয়ার যুদ্ধে ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ মানুষের উপর ২৩ বৎসর যাবত উপর্যুপরি বোমা বর্ষণ করেছে। ১৯৬৫ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পাক ভূমিতে অতর্কিত আক্রমণের মূলে ছিল এই ইহুদী। স্বচেতন প্রজ্ঞাশীল প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁকে হত্যার মূলে ছিল এই ইহুদী। মাত্র তিন মিনিটে কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার মীমাংসা করা যায় কিন্তু সেখানে বিগত ৪০ বৎসর যাবত কোন্ মীমাংসা হচ্ছে না, শতাধিক বাধাবিঘ্নের মূল কারণ এই ইহুদী। আফগানিস্তানে জনসাধারণের উপর বর্বরতার চরমসীমা লংঘন করেছে এই ইহুদী। জর্দান, লেবানন, সিরিয়া ও মিশরের সুয়েজখাল নিয়ে গণ্ডগোলের মূল এই ইহুদী। মুসলিম জাহানের নয়নমণি ও রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর মহাসচিব বাদশাহ ফয়সালকে হত্যার মূল এই ইহুদী। সমগ্র বিশ্বের একটি ব্রেন, জুলফিকার আলী ভুট্টো, যার দূরদর্শীতা ও চিন্তাধারার ফলুশ্রুতি দেখে আমেরিকা ও রাশিয়া কম্পবান, সেই একটি মূল্যবান ব্রেনকে অন্ধকারে বন্দীখানায় প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য করল এই ইহুদী। বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা জিয়াউর রহমানকে এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে হত্যার মূল কাঠামোতে ছিল এই ইহুদী। বিশ্ব মুসলিম জাহানের প্রথম কেবলা ও নবী সোলায়মানের কলিজার টুকরা মসজিদে আকসা, সেখানে আগুন লাগিয়েছে এই ইহুদী। ১৯৯৭ সালে জুন মাসে আল খালীল আল হিবরুন শহরে শুকর ছানার গায়ে (মুহাম্মাদ) সাঃ-এর পবিত্র নাম অংকিত করে পোষ্টার ছাপিয়েছে এই ইহুদী। শুকর ছানার মাথায়-আরাবিয়ান মুসলমানদের মাথার একাল ও রুমাল পরিয়ে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের চরম অবমাননা করেছে এই ইহুদী। আল কোরআনের ছবি অংকিত করে তার উপর শুকর ছানা দাঁড় করে ছবি অংকিত করেছে একমাত্র ইহুদী-।

বর্তমান ভারতের মাটি মুসলমানদের জন্য খৈ ভাজা বালুর চাইতেও গরম হয়ে উঠেছে, সেখানে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ আর মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদই শুধু নয় বরং হাজার হাজার বহু পুরাতন জামে মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে মন্দিরে পরিণত করা হচ্ছে অথবা বাড়ীঘর দোকান ও গুদাম ঘর তৈয়ার করছে আর দৈনন্দিন মুসলমানদের উপর চলছে চরম নির্যাতন আর

হত্যাযজ্ঞ। এই চক্রান্তের পিছনে পূর্ণ মাত্রায় ইন্ধন যোগাচ্ছে একমাত্র ইহুদী। ১৯৮৭ সালে ভারতের মাটিতে কোরআনের পাঠন-পঠন মুদ্রণ এবং তার আইনকে বাতেল করতে হবে বলে, কলকাতার হাইকোর্টে বহুমুখি অভিযোগ তুলে, মামলা দায়ের করেছিল একজন উগ্রপন্থি হিন্দু-চান্দ মোহন চোপড়া-আর এই চোপড়াকে মাত্র এই একটি কাজের জন্য ৪০ লক্ষ টাকার অর্থ প্রদান করেছিল একমাত্র ইহুদী। সালমান রুশদীর লেখা স্যাটানিক ভার্সেস নাম দিয়ে, বৃটেন সরকারের পেঙ্গুইন সংস্থা যে বই খানা ছাঁপল, আর যারা যারা বইখানা ব্যাপক প্রচার করল, আর যারা যারা সে বইখানা লেখার জন্য ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার এত অর্থ তাকে প্রদান করল তারা সকলেই ইহুদী। বাটা কোম্পানীর সেণ্ডেলের তলদেশে আল্লাহ নামের নকশা অঙ্কিত করে মহান প্রভুর নামের অবমাননা করেছে একমাত্র ইহুদীরাই। সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশময় অরাজকতা, অশ্লীলতা অসভ্যতা, বর্বরতা ও নাস্তিকতার প্লাবন ডেকে এনে এবং দেশের আইন-শৃংখলার বিরুদ্ধে মারমুখি উশৃংখল গণআদালতের ধ্বজাধারীদের নেপথ্য নায়কও ঐ ইহুদীরাই। এমনকি বেআইনী গণআদালত পর্যবেক্ষণের জন্য ৯২ এর ২৬শে মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মার্কিন এটর্নী নামে আগমন ঘটেছিল একজন ইহুদীর। সে ইহুদীর নাম এটর্নী টমাস টিকিটিং - (ইনকিলাব ১১ এপ্রিল '৯২)

(২) এই ইহুদীদের দল নবী মুছার উম্মৎ হওয়ার ফলে প্রাথমিক যুগে সমগ্র বিশ্বে বহু মান-মর্যাদার অধিকারী হয়। মান আর সালূয়া আসমানী সুখাদ্য এদের জন্যই আল্লাহ নাজিল করেছিলেন। তীহের ময়দানে তীব্র রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে আকাশের মেঘমালা দিয়ে তাদেরকে ছায়া প্রদান করেছিলেন এবং অনেক প্রকার সুখ-সুবিধা ও অগণিত নিয়ামত দান করেন। নবী মুছার মত নির্ভীক চিত্তের অধিকারী একজন প্রখ্যাত নবী এবং তৌরাতের মত বিরাট কেতাব তাদেরকে প্রদান করে আল্লাহ বলেছিলেন যে, মানবতা বজায় রেখে সমগ্র বিশ্বে তোমরা স্বর্গের গুলবাগিচা নির্মাণ কর-কিন্তু এরা ছিল চিরকাল দাম্ভিকতায়, আত্মগরিমায় দুস্যুস্বভাব ও পামরতার প্রতীক। যার ফলে পরবর্তীকালে নেমে আসে তাদের উপর আল্লাহর গজব ও বহুমুখী আজাব। এই ইহুদীগণ নবী মুছার জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম গরুর ধেনুবাছুরকে খোদা ব[illegible]জা করতে আরম্ভ করে দেয় এবং প্রখ্যাত নবী ওজাইরকে খোদার পুত্র বলে ঢা[illegible]ল পিটে দুই খোদার পূজাপার্বনে লিপ্ত হয়। এই বদস্বভাব ইহুদীগণ

দেশবাসীর নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ উপার্জনের জন্য আল্লাহর কেতাব তৌরাতকে (তাহরীফ) নিজ হাতে রদ-বদল করে বলতে থাকে যে "হাজা মিন ইন্দিল্লাহ"-ইহাই আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর হালালকৃত বহু সুখাদ্যকে এই ইহুদীগণ নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম করে দেয়। মা-বেটী-বোনের মধ্যে এরা কোন পার্থক্য না করে ব্যভিচার লিপ্ত হয়। এরা এত জঘন্য যে, দুনিয়ার কোন পাপ বাকী রাখে নাই। কয়েক হাজার নবীকে এরাই কতল করেছিল। নবী মুছা এদেরকে সততা মানবতা বজায় রেখে এক আল্লাহর উপরে ঈমান আনার জন্য বহুবার আহবান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা নবী মুছার আহবানে বলেছিল যে, "হাত্তা নারাল্লাহা জাহারাতান"- যতক্ষণ খোদাকে স্বচক্ষে না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না। ওমালেকাও কিবতী নামক কাওমের সঙ্গে যখন নবী মুছা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন সে সময় এই ইহুদীদেরকে নবী মুছা বারংবার আহবান করতে থাকেন আর বললেন যে, তোমরা নর শার্দুল হয়ে এদের মুকাবেলা কর। নবী মুসার জবাবে তারা ধৃষ্ঠতা সহকারে বলেছিল যে, ও মুছা! তুমি আর তোমার খোদা (আন্তা অ রাব্বুকা) যুদ্ধ কর, আমরা জীবন নাশ করতে যাব না। "ইন্না'-হাহুনা কায়েদুন"-আমরা এখানে বসে থাকলাম। (কথাগুলি সমস্ত কোরআন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।)

(৩) বিশ্বনবীর উপর যখন কোরআন নাযিল হচ্ছিল, আর দৈনন্দিন এদের বদস্বভাবের কথা প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন এরা মুসলমানদের কঠিন শত্রুতে পরিণত হল। বিশ্বনবীর উপরে ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান করলে তারা প্রকাশ্যে বলেছিল যে, এতো সেই জিবরীল! যে চিরদিন আমাদের বিরুদ্ধে ওহী বহন করে এনেছে? আমরা কেমন করে সেই জিবরীলের আনিত ওহীর উপর ঈমান আনব? (কোরআন) এই বদস্বভাব ইহুদীগণ বিশ্বনবীর চেহারা মুবারক ও বদনমণ্ডলকে জনসমুদ্রে মলিন করার জন্য যখন তখন জটিল প্রশ্নাবলী করে সব সময় বেয়াদবী করতো এবং দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুরদূরান্ত পথ অতিক্রম করে কোথায় কে জ্ঞানী লোক আছে, তাদের অনুসন্ধান করে, তাদের নিকট থেকে বহুমুখী জটিল প্রশ্নাবলী অবগত হয়ে মক্কায় এসে বিশ্বনবীকে জনসমুদ্রে জটিল প্রশ্ন করে অপমান করার চেষ্টা করতো এবং ইসলাম প্রচারের কাজ চিরতরে বন্ধ করে দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য তাদেরকে ধমকায়ে মহান আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন যে, "লা তাসয়ালু আশিয়া ইনতুবদা লাকুম তাসুকুম"-তোমরা

বিশ্বনবীকে অহেতুক জটিল প্রশ্নাবলী দ্বারা বিরক্ত করে অপমান করার চেষ্টা কর না। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত জটিল প্রশ্নাবলীর জবাব প্রদান করা হলে, পরিণামে অপমানিত তোমরাই হবে এবং কঠিন অসুবিধায় তোমরাই পড়বে। আল্লাহর ঐ কঠোর বজ্রবাণী অবতীর্ণ হওয়ার পরও তারা আপন বদস্বভাব ছাড়তে পারে নাই। দস্যু ইহুদীদের দল চরম বেয়াদবী করার উদ্দেশ্যে একদিন শতাধিক কাফেরগোষ্ঠীকে ডাক দিয়ে বিশ্বনবীর চতুষ্পার্শে দেশের গণ্যমান্য নগণ্য জঘন্য সকলেই জমজমাট হয়ে ভীড় জমালো। বহুমুখী জটিল প্রশ্ন করে বিশ্বনবীকে জনসমুদ্রে তারা অপমান করবে ইহাই তাদের মনের পরিকল্পনা। পরামর্শ মত এ প্রশ্ন সে প্রশ্ন করতে করতে একজন লোক বলে উঠল যে, সমগ্র আরবে যে লোকটি সমালোচনার পাত্র, আর সারা দেশবাসী এক অশুভ চিন্তা ও তিক্ততার জীবন যাপনে ব্যস্তিব্যস্ত, তার সমাধান কি? আপনি বলুন? এই ওলীদের পিতা কে?

(৪) মর্জি এলাহী - এ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত জনতার ভীড়ে একদিকে আনন্দের ঢেউ আর একদিকে অনেকের চেহারার উপর দিয়ে তিক্ততার বিষ মাখানো দমকা হাওয়া বয়ে গেল। নীরব ও নিস্তব্ধ মজলিশ ক্ষণিকের জন্য প্রত্যেকের আত্মা এক নতুন ভাবাবেগের মাঝ সমুদ্রে ভাসমান ছিল। তারা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল যে এ প্রশ্ন কশ্মিনকালেও আমাদের জন্য কল্যাণ ডেকে আনবে না। তবুও তারা উদগ্রীব আত্মা নিয়ে জমজমাট হয়ে বিশ্বনবীর মুখ নিঃসৃত বাণীর পানে চেয়েছিল। হতভাগ্য ওলীদও সে মজলিশে উপস্থিত ছিল। ক্ষণিকের মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই ভরা মজলিশে ১০টি আয়াত নাজিল হয়ে গেল। তার মধ্যে একটি আয়াত এই ছিল যে, “উতুল্লিম্‌বায়াদা জালেকা জানীম”-সে লোক অত্যধিক বদস্বভাব এবং সে জারজ সন্তান। আনন্দ উল্লাসে ভরা মসলিশে হঠাৎ করে কালো মেঘের ছাপ নেমে আসলো। সকলেই বিমর্ষ, বিদগ্ধ ও চরম অপমানে পরিণত হল। মলিন ও মুহ্যমান চেহারা নিয়ে সকলেই লেজ গুটিয়ে পলায়ন করল। আর এদিকে ওলীদ চরম ক্রোধভরে চকচকে দুদিকে ধারালো একখানা শানিত তলোয়ার নিয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ীতে প্রবেশ করে তার মায়ের সন্ধান করল। বাড়ীতে তার মা নাই দেখে-এবাড়ী সেবাড়ী করতে করতে গ্রামের সর্বশেষ বাড়ীতে কোন এক মেয়ের সঙ্গে মন মাতানো আলাপে ব্যস্ত ছিল এমন সময় হঠাৎ ওলীদের আগমন ও তার অগ্নিশর্মা চেহারা অবলোকনে তার অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ওলীদ

কোন বাক্যলাপ না করে, তার মাথার কেশগুচ্ছ ধরে হেচকা টান দিতে দিতে বাড়ীতে এনে তার বক্ষে চেপে বসলো। আর বললো যে, মুহাম্মদ মিথ্যা বলে নাই; তুই বল আমার পিতা কে? অবস্থার গতিবিধি লক্ষ্য করে নিরুপায় হয়ে বললো যে, তোর বাবা বাড়ীতে ছিল না, আমি যৌবনের উন্মাদনা সহ্য করতে পারি নাই- মগীরার সঙ্গে অবৈধ মিলনে তোর জন্ম, তুমি মগীরার পুত্র। সে দিবস হতে সারা দেশময় প্রচারিত হলো ওলীদ বিন মগীরা। এই বদস্বভাব ওলীদ দুর্ধর্ষ দশটি ছেলের পিতা, কোষমুক্ত ১০ খানা তরবারি নিয়ে ওলীদ যেদিকে বের হত, সেদিকেই তার জয়জয়াকারের ধ্বনি উত্থিত হত। জীবনে সে কোন দিন কোথাও কোন ব্যাপারে অকৃতকার্য হয় নাই আর কোথাও সে পরাজয় বরণ করে নাই। কিন্তু এখন সে মক্কার অলিগলিতে চরম অপমানিত। আর এ অপমানের মুল তারই সমাজ। ওলীদ তার কলঙ্কিনী মাকে মক্কায় রেখে, মক্কা ছেড়ে তিনশত মাইল দুরে য়্যমামা রাজ্যের সন্নিকটে এক পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের লতাপাতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে, তবুও মক্কায় এ কলঙ্ক নিয়ে থাকবে না বলে চিরদিনের মত বিদায় নিল। সে দীর্ঘদিন পর আবু জাহালের পরামর্শে নবী মুহাম্মাদকে হত্যার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে। অতঃপর সে বদর যুদ্ধে নিপাত হয়ে নরকগামী হয়।

(৫) বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুক, খয়বর যুদ্ধগুলির মূলে ছিল এই ইহুদী। এই ইহুদীগণ তাওরাত, ইঞ্জিল পাঠ করে এমনিভাবে বিশ্বনবীর পরিচয় পেয়েছিল, যেমন কোন হারানো সন্তানকে তার পিতা দীর্ঘদিন পর হলেও পরিচয় পেয়ে যায়। কোরআন মাজীদে ইহুদীদের চরম বদস্বভাবের সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন কোরআন পড়ে আর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মুসলমানদের চরম ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হয়। বিশ্বনবী তিরোধানের পর দেশে-বিদেশের কয়েক হাজার ইহুদী গোপনে পরামর্শ করল যে, সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের বদনামের মূল এই কোরআন আর বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বর্তমান সমগ্র বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কোরআনের হাফেজ বিদ্যমান থাকার ফলে কোরআনকে ধ্বংস করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আমাদেরকে বিশ্বনবীর লাশ চুরি করে, খণ্ড খন্ড করে কেটে, আগুন দিয়ে পুড়ালে-আমাদের মনের বিদগ্ধ আগুন কিছু নিরাময় হতে পারে। তাই তারা দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার ইহুদী গোপনে পরামর্শ করল যে, বিশ্বনবীর পবিত্র দেহ তারা চুরি করবে এবং খণ্ড খণ্ড করে কাটবে-অতঃপর আগুন দিয়ে পুড়াবে এবং চরম অপমান করবে। এই

ইহুদীদের দল এই অঘটন ঘটাবে তা মহান আল্লাহ্ আকাশ-পাতাল সৃষ্টির বহু পূর্ব হতে অবগত ছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনবীকে তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও রক্ষা করবেন বলে এই আয়াত কোরআনে নাজিল করেছিলেন-"আল্লাহ ইয়াছেমুকা মিনান্নাসে" হে রাসূল! সমগ্র বিশ্ববাসী, যে যেভাবেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে শত্রুতা করুক না কেন, আমি তোমাকে রক্ষা করবই। - (কথাগুলি সম্পূর্ণ কোরআন থেকে গৃহীত)।

(৬) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর ৫৫৫ হিজরী সালে বাগদাদের সবচাইতে বড় অলীয়ে কামেল ন্যায়পরায়ণ বাদশা নুরুদ্দিন এক রাত্রে এশার নামাজান্তে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করেন এবং রাত্রি অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি না ঘুমিয়ে, তাহাজ্জুদের নামাজ আরম্ভ করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া ও মুনাজাতের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এই ঘুমন্ত অবস্থায় আল্লাহর নবীকে স্বপ্নযোগে দেখতে পান। তিনি সামনে এসে বলছেন যে, "হে নরুদ্দিন! দীর্ঘদিন যাবৎ তিনজন কুখ্যাত ইহুদী আমাকে কষ্ঠ দিচ্ছে আর আমার সঙ্গে চরম বেয়াদবীতে লিপ্ত আছে। এই তিনজন বেয়াদবকে ধর-আর যত সত্বর হয় তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান কর। তিনজন লোকের চেহারাও তাঁকে দেখানো হয় এবং তিনি বিচলিত অবস্থায় আছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর ওলী বাদশাহ নুরুদ্দিন এই ভয়াবহ আছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর ওলী বাদশাহ নুরুদ্দিন এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং তিনি বহুমুখী চিন্তায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বহুমুখী চিন্তার মধ্যে সবচাইতে বড় চিন্তা এই ছিল যে, আল্লাহর নবীর সঙ্গে কুচক্রী ইহুদীগণ এমন কি বেয়াদবী করতে পারে? তিনি তো এখন জীবিত নন? তবে কেন তিনি ইহুদীদের কবল হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করছেন? তিনজন ইহুদীর চেহারাও আমাকে দেখানো হল, এরাই বা কে? আর এরা আল্লাহর নবীর উপর এমন কি বিপদ আনতে পারে ও বেয়াদবী করতে পারে? আর তাদেরকে পাকড়াও করার কথা বলা হচ্ছে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের কথাও বলা হচ্ছে। শয়তান তো কোনদিন আল্লাহর নবীর অবয়বে আসতে পারে না। আর এ অবয়ব আসতে পারে না। আর এ অবয়ব আল্লাহর নবী ছাড়া আর কারো হতে পারে না। বহুমুখী চিন্তায় বিভোর বাদশাহ নুরুদ্দিন

বিচলিত অবস্থায় গোসল করলেন, অজু করলেন এবং তাড়াতাড়ি দু'রাকাত নামাজ আদায় করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় মুনাজাত করলেন।

(৭) পার্শ্বে এমন কেউ নাই যে, তার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করবেন আর এ স্বপ্নও এমন নয় যে, কারও কাছে ব্যক্ত করবেন। বহুমুখী চিন্তায় বিভোর হয়ে তিনি ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বীভুৎস স্বপ্ন দর্শনে তিনি আর ঘুমাতে পারলেন না, তবুও তিনি নীরবতা অলম্বন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সময় পর যেমনই তাঁকে একটু ঘুমের ভাব এসেছে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর নবী তাঁর পিছনে তিনটি গোল চেহারা বিশিষ্ট লোকসহ তিনি বললেন যে, নুরুদ্দিন! তুমি এই তিনজন চরম বেয়াদবকে ধর আর তাদেরকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান কর। বাদশাহ নুরুদ্দিন উচ্চস্বরে ইয়া আল্লাহ ! ইয়া আল্লাহ! বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে কোথায় যাবেন, কি করবেন, কোন পথ না পেয়ে তাড়াতাড়ি গোসল করলেন, ওজু করলেন এবং দ্রুতগতিতে মুসল্লায় গিয়ে অত্যতিক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দু'রাকাত নামাজ আদায় করে দীর্ঘ সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে মুনাজাত করলেন। দুইবার আল্লাহর নবীর আগমন এবং লম্বা জামা, পাগড়ীধারী, তাসবীহ হাতে, গোল প্রশান্ত চেহারা বিশিষ্ট তিন ব্যক্তির চরম বেয়াদবীর কবল হতে উদ্ধারের আবেদন? তিনি কিছুই স্থির করতে পারলেন না। রাত্রি এখনও বেশ কিছু আছে। সারা দুনিয়া যেন কি এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিঝুম হয়ে আছে। কোথাও কারও কোন প্রকার সাড়া শব্দ নাই। আকাশ পানে চেয়ে দেখলেন সেখানে একটি তারকাও নজরে পড়ল না। ভীত অবস্থায় তিনি জানালা দিয়ে বারান্দার দিকে দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেখানে মনে হল যে, ঐ তিনজন লোক গোল প্রশান্ত চেহারা নিয়ে তাকে ধরবার জন্য আসছে। সেই তিনটি চেহারাকে মনের মনিকোঠা হতে সরাবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ তিনটি চেহারা তাঁর মনের মণিকোঠায় এমনিভাবে জমজমাট হয়ে অঙ্কিত হয়েছে যে তা আর কোন মতেই বের করা সম্ভব হচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে বাদশাহ নুরুদ্দিন লেপমোড়া দিয়ে চোখমুখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু লেপমোড়া দিলে কি হবে, সেই তিনটি চেহারা লেপের ভিতরে তার সামনে হাজির হয়ে গেছে।

(৮) তিনি নিরুপায় হয়ে বিপদ আসন্ন দেখে তিনবার উচ্চস্বরে আস্তাগ ফেরুল্লাহ ও দশবার আউজুবিল্লাহ পাঠ করতে করতে তন্দ্রাভাব হয়ে পড়েন। এমন সময় তিনি দেখলেন অতি নিকট হতে আল্লাহ নবীর আগমন তিনি

বলছেন, নুরুদ্দিন! এই তিনজন লোককে আল্লাহ ইচ্ছা করলে এখনি গজবে এলাহীর কঠোর ধাক্কায় তাদেরকে নিপাত করে দিবেন কিন্তু বিশ্ববাসী তাদের নিপাতের মূল কারণ কি কিছুই অবগত হবে না। আমি চাচ্ছি তাদের এই চরম বেয়াদবীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে বিশ্ববাসীর সামনে একটা নজির রেখে যাও। এই তিনজন লোককে পাকড়াও করে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর। দীর্ঘদিন যাবৎ এরা আমার সঙ্গে চরম বেয়াদবীর করছে। বাদশাহ নুরুদ্দীন ক্রন্দনরত অবস্থায় বিছানা পরিত্যাগ করলেন এবং দূরদর্শী চিন্তাধারায় স্থির করলেন নিশ্চয় আল্লাহর নবী কোন না কোন মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি তড়িৎ গতিতে গোসল ও অজু অন্তে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষ করে দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে প্রধান মন্ত্রী জালালুদ্দিন মৌশুলির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন জালালুদ্দিন মৌশুলি যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁকে এক জামে মসজিদের এমাম হয়ে নামাজে রত অবস্থায় পেলেন। নামাজ শেষ হলে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আর একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর সাওয়ার করিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন। অতঃপর গোপন কক্ষে দরজা বন্ধ করে কথাগুলি আমানত ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে, মরে গেলেও এ গোপন ভেদ কারও সামনে প্রকাশ করা চলবে না বলে স্বপ্নের বিবরণ ব্যক্ত করলেন এবং কি করা উচিত তার জন্য সৎ পরামর্শ চাইলেন। জালালুদ্দিন মৌশুলী স্বপ্নের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সংগে সংগে বলে ফেললেন, হুজুর! আপনি এখনও এখানে বসে আছেন? নিশ্চয় আল্লাহর নবী কোন কঠিন বিপদে পড়েছেন এবং সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আপনাকে বারবার স্মরণ করছেন, অতএব, কালবিলম্ব না করে যত সত্বর পারেন হুজুরকে উদ্ধারের জন্য মদিনার পথে বের হয়ে পড়ুন।

(৯) পূর্বাকাশে লালে লাল রবি উদিত হল আর বাদশাহ নুরুদ্দিন ১৬ হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে বাগদাদ হতে মদিনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ ১৬ দিন পর মদীনার দ্বারদেশে উপনীত হয়ে বাদশাহর সৈন্যদলসহ গোসল ও অজু করে দু'রাকাত নফল নামাজান্তে দীর্ঘ সময় ধরে মুনাজাত করলেন। অতঃপর সমস্ত সৈন্য দ্বারা মদিনাকে ঘেরাও করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারী করে দিলেন যে বহিরাগত লোক মদিনায় আসতে পারবে কিন্তু সাবধান মদিনা থেকে কোন লোকবাইরে যেতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ নুরুদ্দীনের দ্বিতীয় আদেশ জারী না হবে। বাদশাহ নুরুদ্দীন

জুমার দিন খুৎবা দান করলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি মদিনাবাসীকে দাওয়াত দিয়ে এক সন্ধ্যা অন্নদান করতে চাই। আমার অভিলাষ কেহ যেন এই দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়।

(১০) তিনি কয়েক হাজার ভেড়া, দুম্বা, উষ্ট্র জবেহ করে মদীনা এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্তের সর্বশ্রেণীর লোককে দাওয়াত দিয়ে, তৃপ্তি সহকারে অন্নদান করালেন এবং প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ রাখলেন যে, মদীনা এবঙ পপশ্ববর্তী কোন লোক যেন এ দাওয়াত খেকে বঞ্চিত না হয়। সপ্তাহ কালব্যাপী শত শত ভেড়া, দুম্বা জবেহ করে হাজার হাজার লোককে খাদ্যদান করতে থাকেন আর অনুরোধের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে এবং আগে এইভাবে প্রচার করা হল। যারা দূল-ধূরান্ত এলাকা থেকে আসতে পারেন নাই তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত ঘোড়া ও গাধার পিঠে চড়িয়ে আনা হল। প্রায় পনর দিন পর্যন্ত অগণিত লোক শাহী দাওয়াতে শরীক হওয়ার পর তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলেন যে, আর কোন লোক দাওয়াতে আসতে বাকী নাই। কিন্তু তিনি সবসময় অস্থির চঞ্চল, বিরামহীন চিন্তায় বিভোর, হাজার মাইল বেগে তাঁর বিচলিত আত্মার উপর দিয়ে ঝড়-তুফান বয়ে যাচ্ছিল, আর তাঁর মনের মণিকোঠায় মাত্র ঐ একই চিন্তা যে যদি আর কোন লোক দাওয়াতে শরীক হতে বাকী না থাকে তাবে সে ত্রিদ্বয় লোকগুলি গেল কোথায়? তাদের অনুসন্ধান কিভাবে করা যায়? আর কিভাবে তাদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়?

(১১) অতঃপর তিনি আবার নতুন করে ঘোষণা করলেন মদীনার লোকদের দাওয়াত খাওয়া এখনও শেষ হয় নাই। বহুলোক আমার এ দাওয়াতে শরীক হতে বাকী আছে। অতএব, মদীনার মুসল্লিগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন অতিসত্বর অনুসন্ধান করে ঐ সমস্ত লোকদেরকে সংবাদ দিয়ে দাওয়াতে হাজির করেন। একথা শ্রবণে মদীনার মুসল্লিগন সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন হুজুর! মদিনার আশে-পাশে এমন কোন লোক আর বাকী নাই, যারা আপনার দাওয়াতে মরীক হয় নাই। তখন বাদশাহ নুরুদ্দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, আমি বলছি আপনারা ভালভাবে অনুসন্ধান করুন এখনও কিছু লোক দাওয়াত খেতে বাকী রয়ে গেছে। কেন তারা আমার এ দাওয়াতে শরীক হল না? তারা কোথায় এবং তারা কে? আপনাদের খোঁজ করে আনতে হবে। বাদশাহ নুদ্দীনের বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ ঘোষণা মদীনার আকাশ-পাতালকে যেন এক প্রকম্পন তুলে দিয়েছিল একদিকে তাঁর পবিত্র চেহারা দিয়ে অনুতাপের ছাপ পরিলক্ষিত হতে ছিল আর

একদিকে দায়া ধর্মের সুরও কণ্ঠস্বরে বাজতেছিল। লক্ষধিক জনতার ভরা মজলিসে হঠাৎ একজন লোক বলে উঠলেন হুজুর! আমার মনে হয় মাত্র তিনজন লোক বাকী আছে। যারা জীবনে কারো কিছু হাদীয়া, দান, তোহফা গ্রহণ করে না, এমনকি তারা জীবনে কারও দাওয়াতে শরীক হয় না। আমার মনে হয়, সেই তিনজন লোক আপনার দাওয়াতে শরীক হতে বিরত আছে।

(১২) বাদশাহ নরুদ্দীন অস্ফুট হাসি ও আনন্দের কিছু ভাবাভাব চেহারা নিয়ে অত্যধিক আগ্রহসহকারে কাল-বিলম্ব না করে কয়েকজন লোকসহকারে ত্রিদ্বয় লোককে দাওয়াতের অনুরোধের জন্য তাদের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। বাহির থেকে অবলোকন করলেন দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর প্রহরী দরজা খুলে দিল এবং বললো যে, আপনারা দাঁড়ান, তারা সকলেই নামাজ, দোয়া, কোরআন তেলওয়াতে ব্যস্ত আছেন। বাদশাহ সেই তিন ব্যক্তির দ্বারদেশে স্বয়ং উপস্থিত। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর প্রহরীর কোন খবর না পেয়ে মনের মনিকোঠায় বাদশাহর ক্রোধ আর একদিকে কে যেন তাকে পিছন থেকে বাধ্য করছে তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ কর আর তাদের ভালভাবে অবলোকন কর তারা কে? এরা কি সেই তিনজন! যাদের সে সপ্নে দেখেছিলেন না এরা অন্য কেউ-ব্যাপার কি? প্রহরী ও বাড়ীওয়ালার অনুমতি না নিয়েই তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সচক্ষে দেখলেন একজন নামাজে, একজন কোরআন তোলাওয়াতে, আর একজন মুনাজাতে ব্যস্ত আছেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামাজ ও দোয়া শেষ করতে আদেশ দিলেন। নামাজান্তে তিনজনই বাদশাহ নুরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল। বাদশাহ বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কে এবং কোথা থেকে এসেছে? তোমরা বাদশাহর দাওয়াতে শরীক হলে না কেন? তারা নিজকে গোপন করে বললো, আমরা মুসাফির, দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে আছি আমরা কারও দাওয়াত গ্রহণ করি না। এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আমরা সব সময় এবাদত, রিয়াজাত ও পরকালের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত আছি। কোরআন তেলাওয়াতে আর নফর নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। দাওয়াত খাওয়ার সময় আমাদের নাই।

(১৩) অবস্থার ভাবাভাব লক্ষ্য করে মদীনা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত লোক তাদের পক্ষ হয়ে এইভাবে কথা বললো যে, হুজুর! এরা দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছে, এরা খুব ভাল লোক। চিরদিন দরিদ্র গরীব শ্রেণীর লোককে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহার্য করে থাকে। তাদের দানের উপর অত্র

অঞ্চলের অনেক লোকের জীবিকা নির্ভর করে। বাদশাহ্ নুরুদ্দীন তাদেরকে ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিন্ত হলেন, এরা সেই তিনজন যাদেরকে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দেখেছিলেন। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছ? তোমরা কি কাজে ব্যস্ত আমাকে সঠিক সংবাদ প্রদান কর।

(১৪) তারা সকলেই একই স্বরে বললো, আমরা পশ্চিম দেশ থেকে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য এখানে এসেছি এবং পবিত্র রওজা মুবারকের নৈকট্য লাবের জন্য এখানে অবস্থান করছি। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বহু ধৈর্য সহকারে আনন্দে ভরা মনমেজাজে প্রশান্ত চেহারা নিয়ে তাদেরকে আবার অনুরূপ প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন এবং কোন প্রকার বিচলিত না হয়ে ধীর স্থির ঠাণ্ডা মন মেজাজে বললেন, এখানে আপনারা কি করেন আমাকে সত্য কথা বলেন। বাদশাহ প্রশ্ন করেতেছিলেন আর তাদের বসবাসের ঘরটিকেও ভালভাবে পয্যবেক্ষণ করতে ছিলেন মদীনার গণ্যমান্য লোকেরা প্রশ্নবলীর ভাবা ভাব লক্ষ করে সেই তিনজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন আর বলতেছিলেন যে, এরা খুবই ভাল লোক, এদের আচরণে মদিনাবাসী মুগ্ধ এবং তাদের সাহার্য সহানুভূতি দ্বারা বহু লোক উপকৃত। গত কয়মাস আগে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় বহু লোক অর্ধহারে, অনাহারে দিন অতিবাহিত করতেছিল। সে কঠিন সময় এই তিন দরবেশের অবদানে অনেক লোকের উপকার হয়েছে। তারা দিনের বেলায় রোজা রাখেন আর রাত্রির বেশীর ভাগ সময় এবাদতে অতিবাহিত করেন। ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ মাথা হেলিয়ে ধের্য়ের প্রতি মূর্তি হয়ে নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণের পর বললেন, আমি তোমাদের কারও কথা শুনতে রাজী নই। তোমাদের এই বৈঠকখানা বাদ দিয়ে আসল কর্মক্ষেত্র কোথায় আমাকে সংবাদ দাও। তিনি সঙ্গের লোকজনসহ একটি পর্দা উঠিয়ে নতুন এক কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাদের এই গোপন কক্ষে দুইখানা কোরআন তার সঙ্গে স্বল্পমূল্যের কিছু পোশাক পরিচ্ছদ দেখতে পান। অতঃপর তিনি সেই গোপন কক্ষে পদচারণা করতে করতে পদতলের বিছানা উঠিয়ে দেখতে পান একখানা পাথর। পাথরখানা সরাতেই তিনি তার নিম্নভাগে দেখলেন গভীর একটি কুপ এবং সে কুপ থেকে নবীজির রওজা মুবারকের দিকে একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পান আর বাক্যলাপ না করে তিনজনকে তাদের আসবাবপত্রসহ মসজিদে নববীর সামনের এক চত্বরে এনে হাজির করলেন। অতঃপর ১৬ হাজার সৈন্যকে মদিনার পাহারা থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন।

(১৫) লক্ষাধিক জনতার ভীড়ে বাদশাহ্ সেই তিনজনকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমারা কে? কোথা হতে তোমাদের আগমন এবং তোমাদের উদ্দেশ্য কি? পরিষ্কার ভাষায় বল। এহেন অবস্থায় তাদের কঠিন বিপদ সামনে দেখে তারা নিজেরাই পরিচয় দিল যে, আমরা ইহুদী। দীঘৃদিন যাবৎ আমাদেরকে মুসেল শহরের ইহুদীগণ সুদক্ষ কর্মী দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচুর অর্থসহকারে এখানে পাঠিয়েছে। সুদূর ইউরোপ থেকে আমাদেরকে এই জন্য পাঠানো হয়েছে যে, আমরা মদীনায় অবস্থান করে যে কোন কৌশলেই হউক না কেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শবদেহ বের করে ইউরোপীয় ইহুদীদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। তাই আমরা রওজা মুবারকের নিকটে অবস্থান করে রাত্রে সুড়ঙ্গ খনন করে তার মাটিগুলি মদীনার বাহিরে নিক্ষেপ করে আসি। দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ এ মহাপরিকল্পনার কাজে কঠিনভাবে ব্যস্ত আছি। যে রাত্রিতে আমরা রওজা মুবারকের নিকট পৌছে গেলাম, আর আমাদের পরিকল্পনা যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বনবীর লাশ বের করে নিব। ঠিক এমনি সময় অনুভব করলাম যে, আকাশ পাতাল বিদীর্ণ হচ্ছে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতরেই যেন আমরা সমাধিস্থ হয়ে পড়বো। এ ধরণের লক্ষণ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থার কাজ বন্ধ রেখেছি সেই প্রভাতেই বাগদাদের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আগম এবং তিনি ১৬ হাজার সৈন্য দ্বারা মদীনার চতুর্দিকে এমনভাবে বেষ্টন করলেন যে আমাদের এখান থেকে গোপনে পালাবার কোন উপায় হল না।

(১৬) ইহুদী চক্রান্তের ইতিহাস রচনা করতে গেলে কমপক্ষে দশহাজার পৃষ্ঠার দরকার হবে। এত লম্বা ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আপনাদের সামনে এইভাবে শেষ করলাম যে, সেই তিনজন ইহুদীকে মদীনার মসজিদ হতে অর্ধ মাইল দূরে এক বিরাট ময়দানে ২০ হাত উঁচু একটি কাঠের মঞ্চ তৈয়ার করে লৌহ শিকলে তাদের জড়িত করে মঞ্চের উপর বসানো হয়। অতঃপর মদীনা এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার দূর দূরান্তের লোকজনকে সংবাদ দিয়ে বাদশাহ নুরুদ্দীন তাদের হীন মনোভাবের ও চক্রান্তের কথা জনসমদ্রে পেশ করেন। অতঃপর তিনি জনগণকে খড়ি সংগ্রহ করতে আদেশ প্রদান করেন। বিপুল পরিমাণে খড়ি সংগ্রহ কয়ে গেলে লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে সেই তিনজন ইহুদীকে ২০ হাত উঁচু মঞ্চে বসিয়ে নিম্নভাগে আগুন লাগিয়ে দেন। সে আগুন দীর্ঘ ১১ দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে এবং তাদেরকে সেখানে ভষ্ম করে ফেলা হয়।

অতঃপর তিনি বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে কয়েক প্রকারের ধাতু গলিয়ে রওজা মুবারকের চতুষ্পার্শে মোটা মোটা রডসহ কয়েক হাজার মণ সীসা গলিয়ে ১৩০ হাত পর্যন্ত নিম্নভাগে কুপ খনন করে অত্যধিক মুজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। বর্তমান অবস্থা এই যে, ১৩০ হাত পর্যন্ত নিম্বভাগে যদি কেই বিন্দুমাত্র কোন প্রকার আঘাত হানে বা ক্ষতি করার চেষ্টা করে, সংগে সংগে তার উপরিভাগে ধরা পড়বে। বাদশাহ নুরুদ্দীণ দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করে নিজ দায়িত্বে অসাধ্য সাধন করে আল্লাহর নবীর রওজা মুবারকের রক্ষণা বেক্ষণের এই মহান কাজ সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি সপ্তাহকাল ব্যাপী দরবারে এলাহীতে নিজের অক্ষমতার কথা পেশ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে শুকরানা আদায় করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ নুরুদ্দীন ইন্তেকাল করলে তাঁর অছিয়ত মত তাঁর লাশকে মদীনার রওজা মুবারকের অতি নিকটে দাফন করা হয়। কিন্তু বর্তমান পর্যটকগণ বলেন যে, এখন তাঁর মাজারের কোন প্রমান পাওয়া যায় না। (দেখুন তফসীর জাওহারী আল্লামা জাওহারী তান্তাভী জাওহারী।) আন্নাজরু ফী গয়াতিল মাকসুদ ফী ইফ্সাদিল ইয়াহুদ-৩৯০ পৃষ্ঠা ছাপা মিশরী।

(১৭) বিশ্বনবী বলেছেন লাতুয়াজ্জেবু বে আজাবিল্লাহে। তোমরা আগুনে পুড়িয়ে কাওকে আজাব করবে না। আগুনে পুড়িয়ে আজাব করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার আর এ অধিকার মহান আল্লাহ কাওকে প্রদান করেন নাই। অথএব আগুনে পুড়িয়ে কাওকে আজাব করা কোন মতেই শরীয়ত সম্মত কাজ হবে না। বাদশাহ নুরুদ্দীন একজন আলেমে দীন ও নির্ভেজাল মুসলমান তদুপরি তিনি আল্লাহর অলী চক্ষুস্মান ন্যায়পরায়ণ প্রজ্ঞাশীল খ্যাতিমান ও দীন দরদী হক্কানী রব্বানী আলেম। শরীয়তের কোন বিধি বিধান তার আজানা ছিলনা। অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য না হলে, অন্য যে কোন উপায়ে কঠোর ও কঠিন শাস্তি প্রদান করে তাদের প্রাণ নাষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই তিনজন ইহুদীকে একেবারেই আগুনে পুড়িয়ে খতম করলেন তার কারণ কি? এ জটিল প্রশ্নের জবাব আমর নিকট অনেক। তবে এখানে এতটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, তাদেরকে কোন কঠোর ও কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের জীবন নাষের পর কোন না কোন স্থানে তাদের মৃত্যুগেহগুলোকে কবর দিতেই হত। আর তাদেরকে যে কোন স্থানে কবর দিলেই তাদের কবরগুলিকে কেন্দ্র করে যেখানে দৈনিক লাখ লাখ লোকের আগমন ও একটা জিয়ারত গাহের সূচনা হত এবং

গড়ে উঠতো সেখানে একটা তির্থস্থান। পৃথিবীর সমস্ত সৎ ও ভার লোকেরা তাদের উপর অভিশাপ ও বদদোয়া করার জন্য সেখানে যেত। আর বর্তমান বিশ্বের চতুর্কোন থেকে লাখ লাখ দাউদ হায়দার আর কোটি কোটি সালমান রুশদী এবং তার চেলা চামন্ডরা সেখানে গিয়ে আপন দাদাদের জন্য মায়া কান্না জুড়ে দিত আর বৃটেনের পেঙ্গুইন সংস্থা দ্বারা তাদের কবরের উপর গগনচুম্বি পঞ্চাশ হাজার তালার সৌধ নির্মান হত। এহেন অবস্থায় বাদশা নুরুদ্দীন তিনি অতীব দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তাদের বিন্দু মাত্র কোন প্রকার অস্তিত্য রাখেননি। আত্মার নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে একবার পাঠ করুন আল হামদুলিল্লাহ।

ইহুদী চক্রান্তের মর্মান্তিক পরিকল্পনা

এই ইহুদী মিল্লাতে মুসলিমার ধ্বংস টেনে আনার জন্য সমস্ত বাতিল শক্তি গুলোকে ঐক্য জোটে পরিণত করে বহু মুখি পরিকল্পনা নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য হাজার হাজার পরিকল্পনায় লিপ্ত আছেন।

১। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একমাত্র ইহাই যে মুসলিম শক্তি গুলোকে পরস্পর যুদ্ধ ও হানা হানি করিয়ে দুর্বল করে দিতে হবে।

২। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সকল অনুভূতিকে চিরতরে বিনষ্ট করে অনৈক্যের ফাটল সৃষ্টি করতে হবে।

৩। মুসলমানদেরকে মহত্বের কোন সার্বিক চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ,ক্ষুদ্র ধ্যান ধারণা ও ক্ষুদ্র সার্থের আবর্তে ঘুরপাক খেতে বাধ্য করতে হবে।

৪। সমগ্র মুললিম মিল্লাৎ কে সামগ্রিক কল্যানের চিন্তা থেকে বহুদুরে সরিয়ে রাখতে হবে।

৫। মুসলমানদের খন্ডিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্থের পিছনে লেলিয়ে দিতে হবে।

৬। গন তন্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল উপদল সৃষ্টি করে এক অপরের বিরুদ্ধে সেচ্চার করে তুলতে হবে।

৭। ইসলামি আইনের চোখে যে সমস্ত বিষয়ের কোন গুরুত্ব নাই,সে সমস্ত বিষয় বস্তকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মুললিম সমাজে চালু করে ইসলামের মৌলিক ও সঠিক আকিদা থেকে বহুদরে সরিয়ে রাখতে হবে।

৮। যারা ইসলামের ধারক বাহক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদুত-তাদেরকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী মানবতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে সমগ্র বিশ্বে একটা অবান্তর খারাপ ধারণা প্রচার করে তাদের অগ্র যাত্রার বাধা বন্ধ কতা সৃষ্টি করতে হবে।

৯। মুসলমানদের ধ্বংস টেনে আনার জন্য এই ইহুদীগণ মুসলমানদের নিকট বন্ধু সুলভ হিসাবে হাতছানি দিয়ে নিগুঢ়তম বন্ধু সাজে অতপর তাকে বহুমুখি প্রলোভেনের আওতায় ফেলে তার পরম দরদী হয়ে তাকে মারনাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার অঙ্গিকার করার পর-আর এক মুসলমান দেশের উপর আক্রমন পরিচালনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করে-রক্তক্ষয়ী দীর্ঘায়ু মহাযুদ্ধ করতে বাধ্য করে। মধ্যে খান থেকে তারা নিজের মন্ডলী ও মাতাব্বরী বজায় রেখে বিচার আমরায় করব বলে সমস্যা আরও জটিল করে তোলে।

১০। মুসলমানদের ঈমান আকিদাহ ও বিশ্বাসের উপর চরম ভাবে আঘাত হানার জন্য, ইহুদী চক্রান্ত এই ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে যে, এই মহা পৃথিবীর বাইরে আর কোন জগৎ নাই, আর নাই কোন জবাব দিহিতার অবকাশ। কাজেই এখানে খাও দাও ফুর্তি উড়াও, ইন্দ্র পরিত্রিপ্তি সমানে ঘটাও বলে, সমগ্র বিশ্বে-এ ভোগ বাদী চিন্তা চেতনা চরম ভাবে প্রচার ঘটিয়ে মুসলমানদের চিরা চরিত ঈমানী চেতনা ও পর কালের জবাব দিহিতার ধ্যান ধারণা-বিনষ্ট করে মুসলমানদের ভোগ বাদী, অর্থ লোভী বানাবার চরম চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এই বদ সভাব গুলো প্রচারনার ফলে মুসলমানদের, বিনষ্ট হল আখেরাতের চেতনা, জেগে উঠল পরকালে জবাব দিহিতার অনীহাভাব গজিয়ে উঠল দেশ বিদেশে বিলাস বাদী ও ভোগ বাদীদের আখড়া, সৃষ্টি হল আরাজকতা অশ্লীলতা অসভ্যতা ও নাস্তিকতার ভাবাভাব, নিস্তেজ হয়ে পড়ল তাওহীদের চিন্তা চেতানা, বিলুপ্ত হল মানবতা, ধ্বংস হল মানবীয় মুল্য বোধ, ভুলে গের সে আপন দায়িত্ব, পরিবেশ তাকে বাধ্য করল ভোগ বাদী, বিলাসী, পেট পুজারী, সার্থ লোভীর কাজে সে এখন বুঝেনা যে, সে একমাত্র আল্লাহর বান্দা, এবং পরস্পরের ভাই। সামাজিক ভার সাম্য রক্ষাকারী দায়িত্ব বান কর্তব্য রত মুসলমান, সে এখন আর কিছুই বুঝেনা। মুসলমানকে ন্যাংটা নোংরা উলংগ করা বেহায়া পনার চরম সীমায় পৌছিয়ে দেওয়াই ইহুদী চক্রান্তের মুল লক্ষ্য।

১১। সমগ্র বিশ্বের কাফের গুষ্ঠি তারা ভাল ভাবে অবগত যে, তাওহীদ পন্থি এক একজন মুলসমানের ঈমানী শক্তি এতই সুদৃঢ়, ধারালো-আর এমনি সতেজ যে, সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত বাতেল শক্তি এক একজন মুসলমানের ঈমান ধ্বংস করে দিবে; কিংবা তাকে কোন কঠিন বিপদে ফেলে তার ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করবে, অথবা তাকে প্রলোভন দিয়ে বক্র পথে পরিচালিত করবে তা কখনই সম্ভব হবে না। তাই ইহুদী চক্রান্তের সবচাইতে বড় লক্ষ বস্ত একমাত্র ইহাই যে,

যে কোন কৌশলে মুসলমানদেরকে যদি কোন দিন পরিপক্ক তাওহীদের মূল আকীদা ও ঈমানী চিন্তা চেতনা থেকে একবার সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয, তাহলে তখন মুসলমান হবে উম্মাদ ঈর্ষা পরায়ন শোষক এবং বড় বড় রাক্ষস, এই মুসলমান একবার ঈমানী শক্তি হারিয়ে ফেললে, তখন সে সমাজে সংস্কারক, সমাজ সেবক না হয়ে তখন সে হবে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কটুক্তির উৎস। তখন তার দ্বারা গড়ে উঠবে সমাজে বিশৃংখলা,জুলুম অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার। তার দুরভীসন্ধি-হবে মানবতা বিরোধী অশালীন অপরিনামদর্শী। তার কার্য কলাপ হবে ফেরাউনী, নমরুদী সাদ্দাদী, জাল্লাদী মুনাফাখোরী বেতামিজি ও বদমেজাজী। তার দ্বারা গড়ে উঠবে অরাজকতা অশ্লীলতা অসভ্যতা বর্বরতা। ফুটে উঠবে তার চরিত্রে নাস্তিকতার পুর্ণরূপরেখা। তাই তারা মুসলমানদের ঈমান আকিদা ও সঠিক ধ্যান ধারণার মূলে কঠিন ভাবে কুঠার আঘাত কারার জন্য ইহুদী চক্রান্ত গুলি মুসলমানদের ঈমান আকিদা চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সাংস্কৃতির নামে, সর্বগ্রাসী মানবতা বিরোধী ধুম্রজালকে আকর্শনীয় চাক চিক্যময় করে, অসংখ্য পথের মাধ্যমে পরিচালিত করে মুসলমানদের ঈমানী শক্তির উপর আক্রমনের প্রচণ্ডভাকে দিন দিন বাড়াচ্ছে। যেমন রেডিও, টিবি, ভি, সি, আর, সিনেমা নাটক, নানাধরণের অশালীন পত্রিকা, উলঙ্গ ছায়াছবি, নাচগানের আসর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিনিময়, সাহিত্য মজলিসের নামে নোংরা সাহিত্য বিনোদন, হৃদয় বিনিময়, টুরিজাম, ভিউকার্ড, ওয়াল পোষ্টার, রাষ্ট্রিয় অনুষ্ঠান মালা, নারী স্বাধীনতার মোহময় শ্লোগানের আড়ালে অবাধ মেলামেশা মর্ডান সামাজিকতা, বিউটি পার্লার শিরক মিশ্রিত গৃহ সহ্যা সামগ্রীর বিস্তার সিনে ও পণ্যে গোপন ম্যাগাজিন সামাজিক অনুষ্ঠান মেলায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিবেশ বিস্তার, উলঙ্গ পোষাক নিত্য নতুন বিলাস সামগ্রীর উদ্ভাবন, শিকার অনুষ্ঠান বোনভোজন, গ্রামিণ ব্যাংকে মহিলাদের ঘন ঘন যাতায়াত, বড় বড় অফিস আদালতে মহিলাদের অগ্রাধিকার, ফ্যাশানেবুল জন বহুল অফিসগুলোতে অপরূপীদের সামনে আসন দান, পুলিশ ও ট্রাফিকে কাঞ্চন কলিদের বাঁকা চাহনী, বাঁকা হাতের ইঙ্গিত ও ইশারা, রেষ্টুরেন্ট গুলিতে মৃগ আঁখিদের পরিচর্যা সঙ্গিতানুষ্ঠান ও সংগিত চর্চা, আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় নাচ, তার মধ্যে দুহাত আকাশ পানে উঠিয়ে আংড়াই, নুপুর ও ঝুমুর পরে বালা বেহুলী এই সমস্ত ন্যাংটা নোংরা উপায় উদ্ভাবন করে তার নাম দিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর তার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে নাস্তিকতার প্রভাব বিস্তার করে মুসলমানদের ঈমান আকীদা ধ্বংস করার চক্রান্তের মূলে একমাত্র ইহুদী।

সমাপ্ত

লেখকের অন্নান্য প্রকাশিত বই

১। ইনকিলাব - ১ম, ২য়, ৩য়
২। মানবতার সন্ধ্যানে - ১ম, ২য়, ৩য়
৩। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে
৪। বিশ্ব নিয়ন্তার অবদান মাহে মুবারক রামাযান
৫। আল কোরাআনের বিপ্লবী অবদান
৬। হাদীসের মর্মান্তিক ঘটনাবলী
৭। কেতাবুদ্দোয়া
৮। বিশ্বনবীর লাশ চুরি
৯। বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
১০। জননী খাদীজার সংগ্রামী জীবন
১১। বিশ্বনবীর বিবিগণের সংগ্রামী জীবন
১২। স্বর্গ নরক ভ্রমণে বিশ্ব নবী
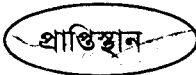
মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নাদভী
সাং ঃ হরিরামপুর
পোঃ দাউদপুর
জেলা ঃ দিনাজপুর

দারুল কিতাব
৫০ বাংলা বাজার
ঢাকা -১১০০

খন্দকার প্রকাশনী
১২/১৩ প্যারিদাস রোড
বাংলা বাজার

মূল্য ঃ ১০ টাকা